মধ্যযুগ (১২০১-১৮০০ খ্রি.)

মধ্যযুগের শাষন আমল ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ

>> তুর্কি যুগ(১২০০-১৩৫০ খ্রিঃ)

>> সুলতানি যুগ(১৩৫১-১৫৫৭ খ্রিঃ)

>> মোগল যুগ(১৫৭৬-১৭৫৭ খ্রিঃ)

শ্রীচৈতন্যদেব জীবন ভিত্তিক

প্রাকচৈতন্য যুগ(১৩৫১-১৫০০ খ্রিঃ)

চৈতন্য যুগ(১৫০১- ১৬০০ খ্রিঃ)

চৈতন্য পরবর্তি যুগ(১৬০১-১৮০০ খ্রিঃ)

** একটি বাংলা পংক্তি না লিখেও শ্রীচৈতন্যদের নামে একটি যুগের সৃষ্টি হয়েছে।

সুলতানি যুগে সাহিত্য রচনায় মুসলিম শাষকদের পৃষ্ঠপোকতার একটি তালিকাঃ-

সুলতান	কবি	কাব্য
গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ	শাহ মুহম্মদ সগীর	ইউসুফ-জোলেখা
জালালউদ্দিন মুহম্মদ শাহ	কৃত্তিবাস	রামায়ণ
রুকনউদ্দিন বারবক শাহ	যশোরাজ খান	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ	জৈনুদ্দিন	রসুলবিজয়
আলাউদ্দিন হুসেন শাহ	বিপ্রদাস	মনসাবিজয়
	বিজয়গুপ্ত	মনসামঙ্গল
	মালাধর বসু	শ্রীকৃষ্ণবিজয়
নাসিরুদ্দিন নসরত শাহ	কবিন্দ্র পরমেশ্বর	মহাভারত অনুবাদ
	বিদ্যাপতি	বৈষ্ণবপদ

>> মোঘল যুগে রাজসভার কবিদের মধ্যে ছিলেন‘

আবুল ফজল- সম্রাট আকবরের রাজসভার কবি।

দৌলত কাজী,আলাওল, কোরেশী মাগন ঠাকুর-আরাকান রাজসভা

ভারতচন্দ্র রায়গুকর- কৃষ্ণনগর রাজসভা।

১।মধ্যযুগের সাহিত্যধারা ছিল দেবদেবী নির্ভর বা ধর্মনির্ভর। দেবদেবীর গুণকীর্তন করাই ছিল এই যুগের সাহিত্যের উদ্দেশ্য।

২। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। যেমন – মঙ্গলকাব্য,অনুবাদ সাহিত্য, বৈষ্ণব পদাবলী, জীবনী সাহিত্য, নাথ সাহিত্য,রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ইত্যাদি।

৩। প্রাচীন যুগে ব্যক্তি ও সমষ্টিজীবন প্রধান ছিল, মধ্যযুগে ধর্মটাই মূখ্য হয় এবং আধুনিক যুগে মানুষই সাহিত্যের মূখ্য হয়ে পড়ে।

অন্ধকার যুগ (১২০১-১৩৫০খ্রি.)

৪। ১২০৪ সালে ইখতিয়ারউদ্দিন বখতিয়ার খিলজী মাত্র ১৭ জন সৈন্য নিয়ে অতর্কিত ক্ষিপ্রবেগে বাংলার সেন বংশের শেষ শাসক লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী নদীয়া বিনা বাধায় জয় করে এদেশে মুসলমান শাসনের সূত্রপাত করেন।

৫। তুর্কি আক্রমণকারীদের ভয়ে বৌদ্ধ কবিগণ বঙ্গদেশ থেকে নেপালে শরনার্থী হয়েছিলেন বলে ধারণা করা হয়। এ কারণে বাংলা সাহিত্য জগতে শূন্যতা দেখা দেয়।

Abdulla Al Faruk
BRUR

F@ruk's Collection

৬।১২০১- ১৩৫০ সময়কালকে এই শূন্যতার সময় বিবেচনা করে একে বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বা বন্ধ্যা যুগ বলা হয়। যদিও এই অন্ধকার যুগের অস্তিত্ব নিয়ে ভিন্ন মতের গবেষকও আছেন।

৭। তবে বর্তমানে নিচের দুটো গ্রন্থকে অন্ধকার যুগের সাহিত্য বলে মনে করা হয়-

গ্রন্থের নাম	রচয়িতা
(ক)শূন্যপূরাণ	রামাই পণ্ডিত
(খ) সেকশুভোদয়া	হলায়ূধ মিশ্র

৮।এ দুটো গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লেখা এবং গদ্যে-পদ্যে মিশ্রিত এক ধরনের চম্পুকাব্য।

৯। রামাই পণ্ডিত রচিত ধর্মপূজার শাস্ত্রগ্রন্থ শূন্যপূরাণ।

১০।"নিরঞ্জনের উষ্মা„ কবিতাটি শূন্যপূরাণের অন্তর্গত। এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের আলোচনা আছে।

১১। সেক শুভোদয়া,র রচয়িতা হলায়ূধ মিশ্রকে লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি বলে ধারণা করা হয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কাব্য

১২। **বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের আদি/ প্রথম নিদর্শন হল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন,** ।কারণ,,শূন্যপূরাণ, ও সেক শুভোদয়া, -নামক গ্রন্থ দুটোর রচনা ঠিক অন্ধকার যুগেই হয়েছিল এমন কোন নিশ্চিত তথ্য প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। শূন্যপূরাণ, অন্ধকার যুগেই রচিত হয়েছে তা নিশ্চিত হতে পারলে একেই হয়ত আমরা মধ্যযুগের আদি নিদর্শন বলতাম।

১৩। ১৯০৯(১৩১৬ বঙ্গাব্দ) সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার বনবিষ্ণুপুরের কাছে কাঁকিল্যা গ্রামের দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্রাক্ষন গৃহস্থের গোয়ালঘর থেকে `শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কাব্য উদ্ধার করেন এর অন্য একটি নাম শ্রীকৃষ্ণঃসন্দর্ভ ।

১৪। গ্রন্থটি ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

১৫। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে,র রচয়িতা হলেন -বড়ু চণ্ডীদাস। তাঁর আসল নাম অনন্ত বড়ুয়া, চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে তিনি এটা রচনা করেন।

এখানে মনে রাখতে হবে,বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ, এবং দ্বিতীয় নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ।,চর্যাপদে,র রচয়িতা হলেন ২৪ জন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত,ন কাব্যের রচয়িতা হলেন ১ জন(বড়ু চণ্ডীদাস)। তাই বলা যায়,**বাংলা সাহিত্যের প্রথম একক কবির রচিত গ্রন্থ `শ্রীকৃষ্ণকীর্তন,।**

১৬। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে,র আলোচ্য বিষয় হল রাধা- কৃষ্ণের প্রেমলীলা।

১৭। এখানে রূপকের মাধ্যমে রাধা, বলতে সৃষ্টি/ভক্ত/জীবাত্মাকে এবং কৃষ্ণ, বলতে স্রষ্টা/ভগবান/ পরমাত্মাকে বুঝানো হয়েছে। তার মানে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের মাধ্যমে বৈষ্ণবতত্ত্বের এক গূঢ় রহস্য কথা ব্যক্ত হয়েছে।যেখানে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের মাধ্যমে জীবাত্মা-পরমাত্মার প্রেমকে বুঝানো হয়েছে।

১৮। আর এই প্রেমের দূতিয়ালি বা ঘটকালি করেছেন বড়াই।

১৯। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কাব্যের প্রধান চরিত্র হল ৩টি(রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই)।

২০। সর্বজন স্বীকৃত ও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম গ্রন্থ `শ্রীকৃষ্ণকীর্তন,।

২২। মধ্যযুগের আদি কবি বড়ু চণ্ডীদাস।

২৩। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন,কাব্যের মূল নাম ছিল শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ।১৯১৬ সালে প্রকাশের সময় বসন্তরঞ্জন রায় এর নাম পরিবর্তন করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন,রাখেন।

২৪। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কাব্যে ১৩ টি খণ্ড ও ৪১৮ টি পদ আছে।

F@ruk's Collection

বৈষ্ণব পদাবলী (মধ্যযুগের গীতিকবিতা)

১। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে এই অমর কবিতাবলির সৃষ্টি ।অর্থাৎ বৈষ্ণব পদাবলীতেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে,র মত বৈষব তত্ত্বের গুঢ় রহস্য কথা আলোচিত হয়েছে।

তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কাব্য রাধা- কৃষ্ণকে নিয়ে বড়ু চণ্ডীদাস রচিত ১৩ খণ্ডে বিভক্ত ৪১৮টি পদ সংবলিত বিশাল এক কাহিনি কাব্য। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলী(পদ=কবিতা,পদাবলী =কবিতাবলি) রাধা-কৃষ্ণকে নিয়ে রচিত বিভিন্ন কবির কিছু খণ্ড কবিতা(স্বল্প দৈর্ঘের কবিতা)।

২। বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধা- কৃষ্ণের মানবিক আবেদন ফুটে উঠেছে।

৩ ।বৈষ্ণব পদাবলীর আদি কবি চণ্ডীদাস। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত উক্তি –

>সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

>সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম?

>সই, কেমনে ধরিব হিয়া, আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায়, আমার আঙিনা দিয়া।

৪ ।পদাবলীর আরেকজন বিখ্যাত কবি হলেন বিদ্যাপতি। তিনি মিথিলার রাজসভার কবি ছিলেন ।তিনি ব্রজবুলি(বাংলা+মৈথিলি) নামক এক কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষায় পদ রচনা করতেন। বাংলা ভাষায় না লিখেও তিনি বাংলা সাহিত্যের আলোচিত কবি ।তাই বিদ্যাপতিকে বৈষ্ণব পদাবলীর অবাঙালি কবি বলা হয়।

৫। ব্রজভাষা মথুরার ভাষা।

৬। বিদ্যাপতির উপাধি হল – মিথিলার কোকিল,কবি কণ্ঠহার, অভিনব জয়দেব।

৭ ।বিদ্যাপতির উক্তি – এ ভরা বাদর মাহ ভাদ
শূন্য মন্দির মোর।

৮। পদাবলীর কবি জ্ঞানদাস ছিলেন চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য। তাঁর বিখ্যাত উক্তি –

*সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।

*রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।„

৯ ।বৈষ্ণব পদাবলীর একজন সংগ্রাহক হলেন – বাবা আউল মনোহর দাস।

চৈতন্যদেব ও জীবনী সাহিত্য

১০। শ্রীচৈতন্যদেব ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক।

১১। শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে ১৮ই ফেব্রুয়ারি শনিবারে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে পুরীতে মারা যান।

১২। চৈতন্যের বাল্য নাম ছিল নিমাই,দেহবর্ণের জন্য নাম হয় গোরা বা গৌরাঙ্গ, প্রকৃত নাম ছিল বিশ্বম্ভর,সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, সংক্ষেপে চৈতন্য, নামে পরিচিত হন।

১৩। কারো জীবন নিয়ে যে সাহিত্য রচিত হয় তাকে জীবনী সাহিত্য বা চরিত সাহিত্য বলে ।বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম চৈতন্যদেবের জীবনী নিয়ে সাহিত্য রচিত হয়।

১৪। চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর চৈতন্যদেবের ভক্তরা তাঁর জীবনী নিয়ে সাহিত্য রচনা শুরু করে।

১৫। চৈতন্যদেবের জীবন নিয়ে তাঁর যে ভক্ত সর্বপ্রথম সাহিত্য লিখেন তিনি হলেন – বৃন্দাবন দাস এবং গ্রন্থটির নাম শ্রীচৈতন্যভাগবত, লোচন দাস লেখেন চৈতন্যমঙ্গল

১৬। তবে কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, গ্রন্থটি চৈতন্য জীবনী কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাই কৃষ্ণদাস কবিরাজকে চৈতন্য জীবনী কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি বলে।

F@ruk's Collection

১৭।বাংলা সাহিত্যে একটি পংক্তি না লিখেও চৈতন্যদেবের নামে একটি যুগের সৃষ্টি হয়েছে।

১৮। বাংলা সাহিত্যে চৈতন্য জীবনী গ্রন্থ কড়চা, নামে পরিচিত। কড়চা, শব্দের শাব্দিক অর্থ ডায়রি বা দিনলিপি।

২০। বাংলা সাহিত্যে – প্রাক চৈতন্য যুগ হল (১২০১-১৫০০খ্রি) ও চৈতন্য যুগ হল(১৫০০-১৭০০খ্রি.)

২১। বাংলা ভাষার আগে সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্য জীবনী গ্রন্থ রচিত হয়েছে।সংস্কৃত ভাষায় যিনি প্রথম চৈতন্য জীবনী গ্রন্থ লিখেন – মুরারি গুপ্ত।

২২। নবীবংশ, রসুল বিজয় – গ্রন্থগুলোর রচিয়তা হলেন সৈয়দ সুলতান।

মঙ্গলকাব্য:

১।মঙ্গল শব্দের আভিধানিক অর্থ হল কল্যাণ, শুভ।বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে বিশেষ এক শ্রেণির ধর্মবিষয়ক আখ্যানকাব্য মঙ্গলকাব্য।দেবদেবীর কাছে মঙ্গল কামনা করে এ কাব্যগুলো রচিত হয়েছিল বলেই এগুলোর নাম মঙ্গল কাব্য। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রধান ধারা হলো মঙ্গলকাব্য।

২।মঙ্গল কাব্য প্রধানত ২ প্রকার। যথা-

(ক) পৌরাণিক মঙ্গলকাব্যঃ গৌরীমঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, চন্ডীকামঙ্গল, কমলামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল

(খ) লৌকিক মঙ্গলকাব্যঃ মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল,রায় মঙ্গল,শিবায়ন বা শিবমঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, ষষ্ঠিমঙ্গল

৩।মঙ্গলকাব্যের প্রধান শাখা ৩ টি। যথা –

(ক) মনসামঙ্গল কাব্য

(খ) চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ও

(গ) অন্নদামঙ্গল কাব্য

৪।মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম নির্দেশক মঙ্গলকাব্য। একটি সম্পূর্ণ মঙ্গলকাব্যে সাধারণত ৫ টি অংশ থাকে।যথা - বন্দনা,আত্মপরিচয়, দেবখণ্ড,মর্ত্যখণ্ড ও শ্রুতিফল।

F@ruk's Collection

৫। আদি মঙ্গলকাব্য বলা হয় – মনসামঙ্গল কাব্যকে।

৬।সাপের দেবী মনসার পূজা,তুষ্টি ও গুণকীর্তনের জন্য রচিত কাব্যই মনসামঙ্গল কাব্য।

৭।মনসামঙ্গল কাব্য – পদ্মপুরাণ ও মনসাবিজয় নামেও পরিচিত।

৮। কানা হরিদত্ত মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবি।

৯।বরিশাল জেলার কবি বিজয়গুপ্তকে মনসামঙ্গল ধারার শ্রেষ্ঠ কবি বলে বিবেচনা করা হয়।

১০।কিশোরগঞ্জের কবি নারায়ণ দত্তের মনসামঙ্গল কাব্যের নাম হল পদ্মপুরাণ,।

১১। কবি বিপ্রদাস পিপিলাই- এর মনসামঙ্গল কাব্যের নাম হল মনসাবিজয়,।

১২। মনসামঙ্গল কাব্যের উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল -চাঁদ সওদাগর, সনকা,লখিন্দর, বেহুলা,নেতাই ধোপানী প্রমুখ।

১৩।চণ্ডী দেবীর গুণকীর্তন ও পূজা প্রচারের কাহিনি অবলম্বনে যে কাব্য রচিত হয় তাই চণ্ডীমঙ্গল কাব্য।

১৪। চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি হলেন মানিক দত্ত।

১৫। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকে চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি বলা হয়।তাকে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবিও বলা হয়।স্বপ্নে দেবী কর্তৃক আদেশ লাভ করে তিনি চণ্ডীমঙ্গল, কাব্য রচনা করেন।

১৫। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী মেদিনীপুর জেলার আড়রা গ্রামের ব্রাহ্মণ জমিদার বাঁকুড়া রায়ের নিজপুত্র রঘুনাথের গৃহশিক্ষক ছিলেন।

১৬। বাঁকুড়া রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে রঘুনাথ রায় জমিদার হলে তিনি কবি মুকুন্দরামকে সভাকবি হিসেবে নিয়োগ দেন এবং মুকুন্দরামকে কবিকঙ্কন, উপাধি দেন।

১৭। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল – কালকেতু,ফুল্লরা,ধনপতি,ভাঁড়ুদত্ত,মুরারি শীল প্রমুখ।

১৮। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রধান চরিত্র কালকেতু।

১৯।ধর্মঠাকুর নামে এক পুরুষ দেবতার পূজা হিন্দু সমাজের নিচুস্তরের লোকদের মাঝে বিশেষত ডোম সমাজে প্রচলিত ছিল।ধর্মঠাকুর নিঃসন্তান নারীকে সন্তান দান করেন,অনাবৃষ্টি হলে ফসল দেন,কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্তি দেন।

২০। ধর্মমঙ্গল, কাব্যের আদি কবি হলেন ময়ূর ভট্ট। ময়ূর ভট্ট রচিত কাব্যের নাম হাকন্দ পুরাণ। এ কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন ঘনরাম চক্রবর্তী।

২১। দেবী অন্নদার গুণকীর্তন রয়েছে অন্নদামঙ্গল কাব্যে। অন্নদামঙ্গল,মধ্যযুগের সর্বশেষ মঙ্গলকাব্য।

২২। অন্নদামঙ্গলের আদি কবি ও শ্রেষ্ঠ কবি হলেন ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর(১৭১২-১৭৬০)। তিনি নদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন।

২৩। অন্নদামঙ্গল, কাব্য রচনার জন্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে রায় গুণাকর,উপাধি দেন।

২৪। ভারতচন্দ্র মধ্যযুগের সর্বশেষ কবি।তিনি ১৭৬০ সালে মারা যান।

২৫। মধ্যযুগের নাগরিক কবি বলা হয় ভারতচন্দ্রকে।(আধুনিক যুগের নাগরিক কবি শামসুর রাহমান)।

২৬। ভারতচন্দ্র মধ্যযুগের কবি হলেও তাঁর সাহিত্যে আধুনিক যুগের লক্ষণ রয়েছে।

২৭।ভারতচন্দ্রের বিখ্যাত উক্তি –

(ক) আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে (প্রার্থনাটি করেছে ঈশ্বরী পাটুনী)।

(খ) মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

(গ) নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?

(ঘ) বড়র পিরীতি বালির বাঁধ!

ক্ষণ হাতে দড়ি,ক্ষণ হাতে চাঁদ।

অনুবাদ সাহিত্য :

F@ruk's Collection

সকল সাহিত্যের পরিপুষ্টিসাধনে অনুবাদমূলক সাহিত্যকর্মের বিশিষ্ট ভূমিকা আছে।অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্ব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের বক্তব্য আয়ত্তে আসে। ভাষার মান বাড়ানোর জন্য সমৃদ্ধতর নানা ভাষা থেকে বিচিত্র নতুন ভাব ও তথ্য সঞ্চয় করে নিজ নিজ ভাষার বহন ও সহন ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলাই অনুবাদ সাহিত্যের প্রাথমিক প্রবণতা। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের কবিরা অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন।এক্ষেত্রে প্রধানত অনুবাদ হয়েছে –

(ক) সংস্কৃত সাহিত্য থেকে

(খ) হিন্দি সাহিত্য থেকে

(গ) আরবি-ফারসি সাহিত্য থেকে

১।পৃথিবীতে জাত মহাকাব্য আছে ৪টি। যথা – রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড ও ওডেসি।

২।খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ, রচিত হয়েছে। রামচরিত অবলম্বনে বাল্মীকি সংস্কৃত ভাষায় প্রথম রামায়ণ রচনা করেন।

৩। রামায়ণে,র প্রথম ও শ্রেষ্ঠ অনুবাদক (বাংলায়) হলেন পনের শতকের কৃত্তিবাস ওঝা। এটি প্রথম মুদ্রিত হয় ১৮০২-১৮০৩ সালে উইলিয়াম কেরির উদ্যোগে শ্রীরামপুর মিশনারীর ছাপাখানায়

৪। বাংলা অনুবাদ কাব্যের সূচনা হয় মধ্যযুগে। বাল্মীকির রামায়ণ বাংলায় অনুবাদ করে কবি কৃত্তিবাস ওঝা মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্যের প্রথম জয়যাত্রা শুরু করেন।

৫।রামায়ণের প্রথম মহিলা অনুবাদক হলেন চন্দ্রাবতী। এই চন্দ্রাবতীই বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি। তিনি মনসামঙ্গলের কবি দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা।

৬। কবি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় মহাভারত, রচনা করেন।

৭। মাহাভারতের প্রথম বাংলা অনুবাদক হলেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর। চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খাঁর নির্দেশে তিনি মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন বলে তাঁর অনূদিত মহাভারতের নাম পরাগলী মহাভারত,।

৮। পরাগল খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ছুটি খান চট্টগ্রামের শাসনকর্তা হলে তাঁর নির্দেশে কবি শ্রীকর নন্দী মহাভারতের আরো একটি অনুবাদ করেন। ছুটি খানের অনূদিত মহাভারতের নাম ছুটিখানী মহাভারত,।

৯। ছুটি খানের প্রকৃত নাম নসরত খান।

১০।মহাভারতের জনপ্রিয়,প্রাঞ্জল অনুবাদটি হল সতের শতকের কবি কাশীরাম দাসের। তাই তাঁকে মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক বলে।

১১। সংস্কৃত ভাষায় ভাগবত, লিখেন কবি ব্যাসদেব।

১২। হিন্দুধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ভাগবত,।

১৩। মালাধর বসু হলেন ভাগবতের প্রথম বাংলা অনুবাদক এবং তাঁর কাব্যের নাম শ্রীকৃষ্ণবিজয়,

অনুবাদ সাহিত্য (রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান) :

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কবিগণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান। এই শ্রেণির কাব্য মধ্যযুগের সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান জুড়ে আছে।ফারসি বা হিন্দি সাহিত্যের উৎস থেকে উপকরণ নিয়ে রচিত প্রণয় কাব্যগুলোতে প্রথমবারের মত মানবীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে।মধ্যযুগের কাব্যের ইতিহাসে ধর্মীয় বিষয়বস্তুর আধিপত্য ছিল,কোথাও কোথাও লৌকিক ও সামাজিক জীবনের ছায়াপাত ঘটলেও দেবদেবীর প্রাধান্যে তাতে মানবীয় অনুভূতির প্রকাশ স্পষ্ট হয়ে উঠেনি।এই শ্রেণির কাব্যে মানব-মানবীর প্রেম কাহিনি রূপায়িত হয়ে গতানুগতিক সাহিত্যের ধারায় ব্যতিক্রমের সৃষ্টি করেছে।মুসলমান কবিগণ হিন্দুধর্মাচারের পরিবেশের বাহিরে থেকে মানবিক কাব্য রচনায় অভিনবত্ব দেখান।

F@ruk's Collection

১। বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রণয়োপাখ্যান ইউছুফ-জোলেখা, কাব্য।

২।পনের শতকের **কবি শাহ মুহম্মদ সগীর রচনা করেন ইউছুফ-জোলেখা, কাব্য।তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম কবি।**

তাই বলা যায়, মুসলমান কবি রচিত প্রাচীনতম বাংলা কাব্য ইউছুফ-জোলেখা,।

৩।ষোল শতকের কবি দৌলত উজির বাহরাম খান জামী রচিত ফারসি প্রেমাখ্যান লায়লা ওয়া মজনুন, অবলম্বনে রচনা করেন লায়লী-মজনু, কাব্য। মুহাম্মদ খায়েবও লাইলি-মজনু কাব্যটি অনুবাদ করেছিলেন।এ কাহিনির মূল উৎস আরবি লোকগাঁথা।

৪। গুলে বকাওলী, গ্রন্থের রচয়িতা হলেন – নওয়াজিস খান, মুহম্মদ মুকীম।

৫।,মধুমালতী, গ্রন্থের রচয়িতা হলেন – মুহম্মদ কবীর।

>> ইউছুফ-জোলেখা, কাব্যটি আরো দুজন লিখেছেন তারা হলেন আব্দুল হাকীম এবং গরীবুল্লাহ

ফারসি থেকে অনুবাদকৃত কয়েকটি কাব্য

জঙ্গনামা- গরীবুল্লাহ

নূরনামা- আব্দুল হাকীম

গুলেবকাউলি- নওয়াজিস খান ও মহম্মদ মুকিম

হাতেম তাই- সাদতুল্লাহ, সৈয়দ হামজা

Abdulla Al Faruk
BRUR

অনুবাদ সাহিত্য (আরাকান রাজসভার বাংলা সাহিত্য) :

মিয়ানমারের উত্তর-পশ্চিম সীমায় ও চট্টগ্রামের দক্ষিণে সমুদ্রের তীরে আরাকানের অবস্থান।আরাকানকে বাংলা সাহিত্যে রোসাঙ্গ, নামে অভিহিত করা হয়।রোসাঙ্গ রাজসভা ছিল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের উর্বর ক্ষেত্রভূমি।এ রাজসভার রাজারা হিন্দু হলেও কবিরা ছিলেন মুসলমান।

৬।সপ্তদশ শতকে আরাকানে সমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল।

৭।আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙালি কবি দৌলত কাজী। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম সতীময়না-লোরচন্দ্রানী,।

৮। লৌকিক কাহিনির আদি রচয়িতা দৌলত কাজী।

৯। সতের শতকের কবি কোরেশী মাগন ঠাকুর ছিলেন আরাকান রাজসভার প্রধান উজির। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম চন্দ্রাবতী,।তিনি মুসলমান ছিলেন, ঠাকুর তাঁর উপাধি।

১০।আরাকান রাজসভার শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি আলাওল।

১১। সতের শতকের কবি আলাওল হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সীর পদুমাবৎ, কাব্য অবলম্বনে **১৬৫১** সালে পদ্মাবতী, কাব্য রচনা করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

১২। কোরেশী মাগন ঠাকুরের পৃষ্টপোষকতায় আলাওল পদ্মাবতী, কাব্য রচনা করেন।

১৩। পদ্মাবতী কবি আলাওলের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কাব্য।

১৪। আলাওল মধ্যযুগের কবি।

১৫।আলাওলের আরো কয়টি কাব্য হল –

(ক) সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল

(খ) সপ্তপয়কর/ হপ্তপয়কর-মূল লেখক ফরাসি কবি নিজামী

(গ) তোহফা (নীতিকাব্য)

(ঘ) সেকান্দর নামা- মূল লেখক নিজামী

(ঙ) দারাসেকেন্দার নামা

F@ruk's Collection

<u>নাথসাহিত্য :</u>

১। এ দেশে প্রাচীন কাল থেকে শিব উপাসক এক শ্রেণির যোগী সম্প্রদায় ছিল,তাদের ধর্মের নাম নাথধর্ম।

২। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে নাথধর্মের কাহিনি অবলম্বনে রচিত আখ্যায়িকা কাব্য নাথসাহিত্য নামে পরিচিত।

৩। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে শৈবধর্ম মিশে এ ধর্মমতের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করা হয়।

৪। শিবকে তাঁরা আদিগুরু বলে বিবেচনা করেন।তাই শিব হলেন আদিনাথ।

৫। শিবের শিষ্য মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ। এই মীননাথই নাথধর্মের প্রতিষ্ঠাতা।

৬। মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ। শিবের অপর শিষ্য হাড়িপা বা জালন্ধরিপা এবং হাড়িপার শিষ্য হলেন কাহ্নপা বা কাহ্নপাদ।

৭। মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা ও কাহ্নপা – শিবের এই চারজন সিদ্ধাচার্যের মাহাত্ম্যসূচক অলৌকিক কাহিনি অবলম্বনেই নাথসাহিত্যের বিকাশ ঘটেছে।

৮।নাথসাহিত্যের কাহিনি দুই ভাগে বিভক্ত –

(ক) সিদ্ধাদের ইতিহাস ও গোরক্ষনাথ কর্তৃক মীননাথকে নারীমোহ থেকে উদ্ধার।

(খ)রানি ময়নামতি ও তাঁর পুত্র গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনি।

৯। কয়েকটি নাথসাহিত্যকর্ম –

<u>কবি</u> **<u>সাহিত্যকর্ম</u>**

শেখ ফয়জুল্লাহ–   গোরক্ষবিজয়
শ্যামদাস সেন–   মীনচেতন
ভীমসেন রায়–   গোর্খবিজয়
দুর্লভ মল্লিক–   গোবিন্দ্রচন্দ্র গীত
ভবানী দাস–   ময়নামতির গান
শুকুর মাহমুদ–   গোপীচন্দ্রের সন্যাস

মর্সিয়া সাহিত্য :

১০। মর্সিয়া, আরবি শব্দ। এর অর্থ শোক প্রকাশ করা।আরবি সাহিত্যে মর্সিয়ার উদ্ভব নানা ধরনের শোকাবহ ঘটনা থেকে হলেও পরে তা কারবালার প্রান্তরে নিহত ইমাম হোসেন ও অন্যান্য শহীদকে উপজীব্য করে লেখা কবিতা মর্সিয়া, নামে আখ্যায়িত হয়।

১১। কয়েকটি মর্সিয়া সাহিত্যকর্ম –

কবি	**সাহিত্যকর্ম**
শেখ ফয়জুল্লাহ	জয়নবের চৌতশা
দৌলত উজির বাহরাম খান	জঙ্গনামা

১২। শেখ ফয়জুল্লাহ এ ধারার আদি কবি।

১৩।কারবালার বিষাদময় যুদ্ধবিগ্রহ দৌলত উজির বাহরাম খানের জঙ্গনামা, কাব্যের বিষয়বস্তু।

14। অন্যান্যদের মধ্যে গরীবুল্লাহ, মুহম্মদ খান,হায়াৎ মামুদ,হামিদুল্লাহ খান প্রমুখ উউল্লেখযোগ্য।

১5। আধুনিক যুগে মীর মশাররফ হোসেন ও কায়কোবাদ উল্লেখযোগ্য।

F@ruk's Collection

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে বাঙালির যে ভাগ্যবিপর্যয় ঘটেছিল তার প্রভাবে জাতীয় জীবনের সর্বত্র এক অসুস্থ পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এ বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে উন্নত ধরনের সাহিত্যসৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ ছিল না।মধ্যযুগের পরিধি ১২০০ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত বলে বিবেচনা করা হলেও প্রকৃতপক্ষে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে এ যুগের সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা কাব্যের ইতিহাসে মধ্যযুগের অবসান ঘটে।

লোকসাহিত্য

লোকসাহিত্য বলতে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছড়া,লোকগীতি,গীতিকা, কথা, ধাঁধাঁ , প্রবাদ ইত্যাদিকে বুঝায়।

লোকগীতি

সমাজলোকের মুখে মুখে যে গীত চলে আসছে।

হারামণিঃ বিখ্যাত প্রাচীন লোকগীতি সংকলন। মুহাম্মদ মনসুর উদ্দিন ছিলেন এর প্রধান সম্পাদক।

গীতিকাঃ ইংরেজিতে বিলে Ballad ফারসিতে বলে Ballet

নাথ সাহিত্যঃ স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সন রংপুর জেলার কৃষকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে সংকলন করে "মানিকচন্দ্র রাজার গান„ নামে প্রকাশ করেন।

মৈমনসিংহ গীতিকাঃ

বৃহত্তর ময়মনসিংহের ব্রক্ষপুত্র নদের পূর্বাংশে, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর, বিল, ভাটি অঞ্চলে যে গীতিকা বিকশিত হয়েছিলো তা মৈমনসিংহ গীতিকা নামে পরিচিত।

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন গীতিকা গুলো সংগ্রহ করে মৈমনসিংহ গীতিকা নামে প্রকাশ করেন।

ক. মহুয়া পালা- মৈমনসিংহ গীতিকার শেষ্ঠ পালা, এটি প্রণয় আখ্যান রচয়িতা দ্বিজ কানাই।

খ. দেওয়ানা মদিনা- রচয়িতা মনসুর বয়াতি

গ. কাজল রেখা

পূর্ববঙ্গ গীতিকা- রচয়িতা ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, ডাকাতের পালা ,কাফন চোর কমল সওদাগর এগুলো এই গীতিকার অন্তর্ভুক্ত

অবক্ষয় যুগ:

১।১৭৬০সালে ভারতচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর থেকে আধুনিকতার যথার্থ বিকাশকাল পর্যন্ত(১৮৬০সালে মাইকেলের আবির্ভাব) অর্থাৎ ১৭৬০ থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত সময়ের বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির স্বল্পতা,পরিবেশ-পরিস্থিতি ও বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে এ পর্যায়কে একটি স্বতন্ত্র যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

২।কেউ কেউ এ যুগের পরিধি ১৭৬০ থেকে ১৮৩০ সাল অর্থাৎ কবি ঈশ্বরগুপ্তের আবির্ভাব-পূর্বকাল পর্যন্ত নির্ধারণ করার পক্ষপাতী। মধ্যযুগের শেষ আর আধুনিক যুগের শুরুর এ সময়টাকে অবক্ষয় যুগ, বলে। কেউ কেউ এ সময়টাকে যুগ সন্ধিক্ষণ, নামেও অভিহিত করেন।

৩। মধ্য ও আধুনিক যুগের মধ্যবর্তী এ একশত বছরের সাহিত্য নিদর্শন বাংলা সাহিত্যের দুই যুগের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেছে।

৪। অবক্ষয় যুগ তথা যুগ সন্ধিক্ষণের ফসল হিন্দু কবিওয়ালাদের কবিগান আর মুসলমান শায়েরদের দোভাষী পুঁথি।

কবিগান :

১। অবক্ষয় যুগ বা যুগ সন্ধিক্ষণের উল্লেখযোগ্য ফসল হিন্দুদের রচিত কবিগান। উপস্থিত ক্ষেত্রে হঠাৎ বিষয় নির্বাচন করে ছন্দোবদ্ধ যে পদ রচিত হত তাই কবিগান, নামে পরিচিত ছিল। যাঁরা এ ধরনের সাহিত্য রচনা করতেন তাঁদের কবিওয়ালা, বলা হত।

F@ruk's Collection

২। ১৮৫৪ সালে সর্বপ্রথম কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কবিগান সংগ্রহ আরম্ভ করেন এবং তাঁর সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকর, পত্রিকায় তা ছাপাতে থাকেন।

৩। কবিগান ও কবিওয়ালা সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-

*কবিগান লিখিত হয়নি, উপস্থিত ক্ষেত্রে মুখে মুখে রচিত হয়েছে মাত্র।

*কবিওয়ালারা ছিলেন অশিক্ষিত স্বভাব কবি।তাই কবিগান রচনার পশ্চাতে কোন শিল্পসাধনার পরিচয় নেই।

* কবিগান দুই পক্ষের বিতর্কের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হত। সাময়িক বিষয় অথবা গতানুগতিক রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলা অবলম্বন করে এক পক্ষ মুখে মুখে গান রচনা করতো, অন্যপক্ষ পাল্টা জবাব দিত।

৪।কবিগানের ৪টি বিভাগ ছিল-বন্দনা বা গুরুদেবের গীত,সখীসংবাদ, বিরহ ও খেউড়।

৫।কবিওয়ালাদের মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন বা কবিগানের আদিগুরু বলা হয় গোঁজলা গুঁই,কে।

৬।স্ত্রী কবিওয়ালা যজ্ঞেশ্বরী, কবিগান রচনা করতেন।

৭।কবিওয়ালা এন্টনি ফিরিঙ্গি, জাতিতে পর্তুগিজ হলেও বিধবা ব্রাহ্মণী বাঙালিনী বিয়ে করে বাঙালি হয়ে যান।

৮।কবিগানের সমসাময়িককালে কলকাতা ও শহরতলীতে টপ্পাগান নামে রাগ-রাগিনী সংযুক্ত এক ধরনের ওস্তাদি গানের প্রচলন ছিল। হিন্দি টপ্পাগান এর আদর্শ। বাংলা টপ্পাগানের জনক ছিলেন কবিওয়ালা নিধু বাবু বা রামনিধি গুপ্ত। টপ্পাগান থেকেই আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার সূত্রপাত বলে অনেকের ধারণা। তাঁর একটি বিখ্যাত গান –

নানান দেশের নানান ভাষা
বিনে স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা।।
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর
ধারাজল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা।।

৯। কবিওয়ালাদের মধ্যে আরো রয়েছেন -ভবানী বেনে,রাসু-নৃসিংহ, হরু ঠাকুর, রঘুনাথ দাশ,কেষ্টা মুচি,নিতাই বৈরাগী,রাম বসু(রামমোহন বসু),ভোলা ময়রা প্রমুখ।

১০।কবিগানের যুগে পাঁচালী গান, নামে এক ধরনের গান প্রচলিত ছিল এবং এ ধারায় দাশরথি রায়, শক্তিশালী কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। দাশু রায়, নামে তিনি খ্যাত ছিলেন।

<u>পুঁথি সাহিত্য :</u>

১।আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে আরবি-ফারসি শব্দমিশ্রিত এক ধরনের বিশেষ ভাষারীতিতে যেসব কাব্য রচিত হয়েছিল তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পুঁথি সাহিত্য, নামে চিহ্নিত।

২। ১৭৬০ সাল থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত ক্রান্তিকালে বাংলা সাহিত্যের যথার্থ পরিচয় কবিওয়ালাদের কবিগানের পাশাপাশি মিশ্র ভাষারীতির কাব্যরচনাকারী শায়েরদের অবদান বিধৃত।

৩।১৮৫৫ সালে প্রকাশিত রেভারেন্ড জে.লং- এর পুস্তক তালিকায় এ শ্রেণির কাব্যকে মুসলমানি বাংলা সাহিত্য, এবং এর ভাষাকে মুসলমানি বাংলা, বলা হয়েছে।

৪।কলকাতার সস্তা ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত হয়ে এ ধারার কাব্য দেশময় প্রচারিত হয়েছিল বলে একে বটতলার পুঁথি সাহিত্য,ও বলা হয়।

৫।কেউ কেউ আরবি-ফারসি শব্দের প্রাচুর্যপূর্ণ ব্যবহারের জন্য এ ধরনের সাহিত্যকে দোভাষী পুঁথি, নামে অভিহিত করেছেন। আরবি-ফারসি শব্দ ছাড়াও তুর্কি,হিন্দি,উর্দু প্রভৃতি ভাষার শব্দ এ ধরনের সাহিত্যে ব্যবহার করা হয়েছে।

৬।পুঁথি সাহিত্যের প্রথম সার্থক ও জনপ্রিয় কবি ফকির গরীবুল্লাহ। মিশ্রভাষারীতিতে তাঁর রচিত কাব্যগুলো হল – ইউছুফ-জোলেখা,আমীর হামজা(প্রথমাংশ),জঙ্গনামা, সোনাভান ও সত্যপীরের পুঁথি।

৭।ফকির গরীবুল্লাহর রচিত গ্রন্থগুলো মনে রাখুন –

সোনাভানের আমীর হামজা ইউছুফ-জোলেখাকে সত্যপীরের পুঁথি শুনাতে জঙ্গনামা সিনেমা হলে নেয়।

৮।কারবালার বিষাদময় কাহিনি জঙ্গনামা, কাব্যের উপজীব্য বিষয়।

৯।পুঁথি সাহিত্যের ধারায় কবি ফকির গরীবুল্লাহর অনুসারী হিসেবে কবি সৈয়দ হামজার আবির্ভাব। তাঁর রচিত কাব্যগুলো হল-মধুমালতী(এটি একটি প্রণয়কাব্য, এটি পুঁথি সাহিত্য ধারার অনুসারী নয়),আমীর হামজা(শেষাংশ), জৈগুনের পুঁথি ও হাতেম তাই।

১০।ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মোহাম্মদ দানেশ চাহার দরবেশ, নামে মিশ্র ভাষারীতিতে একটি কাব্য রচনা করেন

F@ruk's Collection

-----------0------------

সব ধরনের ই-বুক ডাউনলোডের জন্য

MyMahbub.Com

01836672102